কথা

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

কথায় বলে– কথার মার। সে মার যে কী মার, আজ বিকেল থেকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন কল্যাণবাবু। সাবিত্রীদেবী স্মৃতি আদর্শ বিদ্যামন্দিরের বাংলার মাস্টার। বছর পয়তাল্লিশের কল্যাণবাবু ক্লাস ইলেভেনের চ্যাংড়া ছোঁড়াদের ইংরেজি পরীক্ষায় টুকলি করতে বাধা দিতে গিয়ে তেনাদের হাতে রাম ঠ্যাঙানি খেয়ে বাড়ি ফিরলেন।

মোবাইল, এস.এম.এস., ই-মেল, জি-মেল হয়ে টি -টি পড়ে গেল। সেই থেকে কথা আর কথা। ঘরে ফিরতেই বউয়ের মুখ ঝামটা দিয়ে শুরু। তারপর মাধ্যমিক দেওয়া মেয়ে, তার প্রাইভেট মাস্টার-কাম-বয়ফ্রেন্ড, তেনার পিতৃদেব-মাতৃদেবী, প্রাণাধিকা শালীর বর, শালা, শালা-বউ, পাড়ার দাস, ঘোষ, বোস, ব্যানার্জী ইস্তক রেকারিং ডেসিমেল– চলছে তো চলছেই।

সব শেয়ালের এক রা। কী দরকার ছিল এইসব হিরোগিরি করার? বলে– ঠগ-জোচ্চোরে দেশ ভরে গেছে, আর দুটো চ্যাংড়া ছোঁড়ার টুকলি আটকে দেশোদ্ধার হবে! হুঃ!

এর মধ্যেই ডেসিবেলের ভ্যারিয়েশন, আবেগ আর সহানুভূতির রকমফের। তবে কথার মারটা থাকছেই। মোদ্দা কথা কাজটা মোটেই ভালো করেননি কল্যাণবাবু। রামঠ্যাঙানির চেয়েও এ যে কয়েক কাঠি বাড়া। এই জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস।

এসবের মাঝেই ফোনটা এল নিউজ চ্যানেল থেকে। কল্যাণ স্যারের সব কলই এখন ওঁর স্ত্রী অ্যাটেন্ড করছেন। এটাও তাই।

–ও আচ্ছা, নিউজ চ্যানেল– হ্যাঁ হ্যাঁ– এটাই কল্যাণ স্যারের নম্বর, আমি ওঁর স্ত্রী বলছি– 'কথা-কাটাকাটি'–টক শো– হ্যাঁ হ্যাঁ, নাম শুনেছি– কাল ওই প্রোগ্রামে– কল্যাণবাবুকে– হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবেন– আমাকেও বলছেন– হ্যাঁ হ্যাঁ যাব– বিকেল চারটেয় গাড়ি পাঠাবেন? – ওকে ওকে– থ্যাংক ইউ।

কল্যাণ স্যার শুনলেন– বুঝলেন তিনিই কালকের টিভির মুখ। হিরো এবং অবধারিত হিরোইন তাঁর সহধর্মিনী।

বেচারি হ্যান্ডসেটটা টানা দু ঘন্টা হতে চলল, এক মিনিটও রেস্ট পায়নি। দুশো টাকার টপ-আপও বোধহয় শেষ হতে চলল।

–শুনেছিস, তোর জামাইবাবুকে আর আমাকে কাল সন্ধেয় এন.এন.টি. চ্যানেলে কথা-কাটাকাটি প্রোগ্রামে ইনভাইট করেছে। আজকাল ওর মতন কজন আদর্শের জন্য টিচারি করে– বল? অরুণিমাকে বলিস– প্যানপ্যানানি সিরিয়াল না দেখে যেন সাতটার প্রোগ্রামটা দেখে।